"একদিনে রোযা, একদিনে ঈদ" ভ্রান্ত শ্লোগান!

البيـان الجـامع

عبرة لإختلاف المطالع

চন্দ্র-সূর্য উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্যের উপর বিষদ আলোচনা

(অভিন্ন চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপন পরিষদ সিলেট কর্তৃক বইয়ে প্রকাশিত দলীলের খণ্ডন)

প্রণয়নায়

মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী

সম্পাদনায়

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

“একদিনে রোযা, একদিনে ঈদ” ভ্রান্ত শ্লোগান!

البيان الجامع
عبرة
لإختلاف المطالع

চন্দ্র-সূর্য উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্যের উপর বিষদ আলোচনা
(অভিন্ন চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপন পরিষদ সিলেট কর্তৃক বইয়ে প্রকাশিত দলীলের খণ্ডন)

গ্রন্থনায়
মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী
শাইখুল হাদীস, জামিয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া ফাতিমাতুয-যাহরা রা. খাতুনে জান্নাত
মহিলা টাইটেল মাদ্রাসা, সায়পুর, শাহবাজপুর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

সম্পাদনায়
মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

প্রকাশক
মাওলানা নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী
শিক্ষা সচিব, ধনকান্দী মাদ্রাসা, শাহপরাণ, সিলেট।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা
ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সিলেট।

মুদ্রণে
দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১১ ৪৭৮ ২৪৪।
মূল্য: ২০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: জমিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট। ০১৭৩৭ ৯১৩ ৪৬৩।
হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট। ০১৭১৪ ৭০৪ ৬৫৬।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

হাদিয়ায়ে সওয়াব

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং মরহুম উম্মাতে মুসলিমার প্রতি-
তাঁদের আদর্শ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গোটা মুসলিম উম্মাহকে আলোকিত এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।

প্রকাশকের পিতা **মরহুম হাজী মনির আলী সাহেবের** প্রতি-
আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাক্বাম নসিব করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় **“একদিনে রোযা, একদিনে ঈদ” ভ্রান্ত শ্লোগান!** বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি। গ্রন্থকার রচনা কাজে বেশ গবেষণা করেছেন। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি তুলে ধরেছেন। আশা করি সাধারণ মুসলিম ভাই বোন গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন, ফিতনাবাজদের ধোকা থেকে বাঁচতে পারবেন।

সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোযা, ঈদ ইত্যাদি ‘একদিনে’ রাখা যে ভ্রান্ত তা গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে কুরআন, হাদীস, কিয়াস ও ইজমার আলোকে। আমি আশা করি উম্মাতের জন্য বর্তমান ফিতনার যুগে একটি সঠিক পথের দিকনির্দেশনা হবে, এই পুস্তকখানি।

আমি আহ্বান জানাচ্ছি, সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম মসজিদের বয়ানে, ওয়াজ-নসিহতে ও অন্যান্য উপায়ে দ্বীনি দায়িত্ব হিসাবে ‘ইখতিলাফে মাতালে’ সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানকে দিকনির্দেশনা দিন ও ফিতনাবাজদের কবল থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করুন।

সবশেষে এই পুস্তিকার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। খাস করে, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগিরার গবেষণা বিভাগের সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারীসহ সকলকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাদের এই চেষ্টাকে আল্লাহ তা’আলা কবুল করুন।

পুস্তকটি আমার মরহুম আব্বা হাজী মনির আলী সাহেবের রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করেছি। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ’লা মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আল্লাহ পাকের নিকট আরোও আবদার জানাচ্ছি তিনি যেনো বহুতরের এই ফিতনার যুগে সঠিক দ্বীন পালনে আমাদেরকে সাহায্য করেন। আমীন।

(মাওলানা) নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী
সৎখন্ড, রানাপিং, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
তারিখ: ১৭ জুলাই ২০১২ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

الحمد لله وحده والصلوٰه والسلام علٰى من لانبى بعده أما بعد -

আলহামদুলিল্লাহ! বিশ্বব্যাপী 'একদিনে রোযা একদিনে ঈদ'- এ ভ্রান্ত শ্লোগানে বিশ্বাসী ও প্রচারকারীদের যাবতীয় দলিলপত্র যে মূলত শরীয়ত ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপরীত তা এই পুস্তিকায় সুহৃদ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান সাহেব সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও যুক্তির নিরিখে তুলে ধরেছেন। পুস্তিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে লা-মাজহাবী ও তথাকথিত সালাফীরা আধুনিক যুগের যেসব আলিমকে 'ইমাম' হিসাবে গণ্য করেন তাদেরই শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজনসহ যুগের অন্যান্য শায়খের স্বাক্ষরসহ এ সম্পর্কিত একটি 'ফাতওয়া' মূল আরবীসহ নিম্নে তুলে ধরছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৮১ সালে 'রাবিতা আল-আলাম আল-ইসলামিয়া'র চতুর্থ কাউন্সিল থেকে ঘোষিত এই ফাতওয়া (বঙ্গানুবাদসহ) পাঠ ও পুরো এই পুস্তিকাটি অধ্যয়ন শেষে 'একসাথে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ' পালন যে শরীয়তবিরোধী কাজ ও যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব ব্যাপার তা বুঝে নিতে সক্ষম হবেন। এরূপ করার চেষ্টা মূলত এই 'আধুনিক যুগের আরেক মারাত্মক ফিতনা' বৈ কিছু নয়।

আমরা এ ব্যাপারে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারি যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একসাথে পুরো বিশ্বব্যাপী ঈদ কিংবা যে কোন ইসলামী উৎসব পালন করার ক্ষেত্রে কোনদিন কেউ দাবী জানান নি। এর মূল কারণ হলো, পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সর্বযুগের উলামায়ে কিরামের মতৈক্য হয়েছে যে, গোলকাকৃতির আমাদের এই পৃথিবীর বুকে একই সাথে চন্দ্রের 'হিলাল' (নতুন চাঁদের রেখা) দৃশ্যমান হয় না। মোটকথা চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে ধর্তব্য। এই ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সুতরাং যারতার দেশের চাঁদদেখা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মুতাবিকই রোযা রাখা, ছাড়া ও ঈদ পালন ইত্যাদি করতে হবে। যারা একসাথে এসব উৎসব পালনের পক্ষপাতী তারা জেনে কিংবা না জেনে পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা বলপূর্বক প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন। সঠিক ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহ তাদের এই অপপ্রচারে কখানো বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা আশা করবো আধুনিক যুগের এই ফিতনার মুখোশ উন্মোচন ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে অত্র পুস্তিকাটি সকলের জন্য সহায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তাওফিক দিন। আমীন।

(মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
(মাওলানা) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
তারিখ: ১৭/০৭/১২

The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

القرار السابع
في بيان توحيد الأهلة من عدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده.. أما بعد:

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، تقبله الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة، لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة، ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً، أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث، حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس –رضي الله عنهما– ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ (رواه مسلم في صحيحه).

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم بقوله (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد، لايثبت حكمه لما بَعُدَ عنهم) ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له.

The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله ﷺ (لاتصوموا حتى تروا الهلال، ولاتفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب، الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهاراً عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة – وقد قرر العلماء من كل المذاهب: أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبدالبر الإجماع على الا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان: كخراسان من الاندلس، ولكل بلد حكم يخصه- وكثير من كتب أهل المذاهب الاربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.

وأما عقلاً: فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة، التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الاحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة – ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية- وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لان توحيدها لايكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
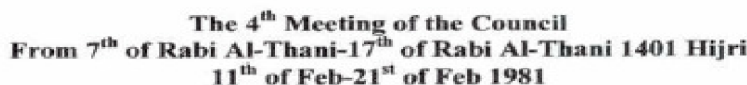
The 4th Meeting of the Council
From 7th of Rabi Al-Thani-17th of Rabi Al-Thani 1401 Hijri
11th of Feb-21st of Feb 1981

অনুবাদ:

"রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র চতুর্থতম কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৭ রবিউস-সানী থেকে ১৭ রবিউস-সানী ১৪০১ হিজরী মুতাবিক ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ঈসায়ী।

সপ্তম সিদ্ধান্ত

চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আম্মা বা'দ-

ইসলামী ফিকহ পরিষদ চাঁদ দেখার উদয়স্থলের ভিন্নতার উপর বেশ গবেষণা করেছে। পরিষদের অভিমত হলো, ইসলাম একটি সরলপথের ধর্ম। সুস্থ প্রকৃতি এবং জ্ঞান-বিবেকের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। কারণ, জীবনের সার্বিক অবস্থার সঙ্গে ইসলাম সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্যশীল। চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দেখাই হলো ইসলামী সিদ্ধান্ত, হিসাবের উপর নির্ভরশীল নয়। শরীয়তের অকাট্য দলিলাদি এর সাক্ষ্য বহন করে। ইসলামী আইনে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। মুসলমানদের জন্য এটি একটি সহজ পথ। সুতরাং যারা বলেন, "গোটা বিশ্বে একদিনে রোযা-ইফতার হবে" তারা শরয়ী ও যৌক্তিক প্রমাণের বিরোধী। এ ব্যাপারে শরয়ী প্রমাণ হলো, হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক রিওয়াতকৃত কুরাইব রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি: [অনুবাদ] "উম্মুল ফযল বিনতে হারিস তাঁকে শামদেশে মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি শামদেশে পৌঁছে তাঁর (প্রেরণকারীর) প্রয়োজন পূর্ণ করি। এমতাবস্থায় রমযানের চাঁদ আমার উপর উদয় হলো। তখনও আমি শামে, অতএব জুমু'আর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম, এরপর মাসের শেষ দিকে আমি মদীনা শরীফ এসে পৌঁছি। আমাকে ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কখন চাঁদ দেখেছেন?' আমি জবাব দিলাম (আবু কুরাইব বলেন), 'আমরা জুম'আর রাতে চাঁদ দেখেছি'। তিনি আবার বললেন, 'আপনিও কি চাঁদ দেখেছেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, লোকজনও দেখেছেন, এবং তারা রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়াও রোযা রেখেছেন'। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, 'আমরা (মদীনায়) চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অতএব আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করা বা চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবো।' আমি বললাম, 'আপনি মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না?'। তিনি বললেন, 'না, এভাবেই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন'।" (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় এই হাদীসের আলোকে শিরোনাম করেছেন এভাবে: "প্রত্যেক শহরবাসীকে নিজ নিজ শহরে চাঁদ দেখতে হবে। এক শহরে যদি লোকজন চাঁদ দেখে, তবে দূরবর্তী শহরবাসীর জন্য এই দর্শন যথেষ্ট নয়।" সিহাহ সিত্তার ইমামগণ যেমন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ তাঁদের স্ব-স্ব কিতাবে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত বিধানে তারা দ্বিমত পোষণ করেন নি। রোযা ও ইফতারের ক্ষেত্রে চন্দ্রের চাক্ষুষ দর্শনের উপর ইসলামের বিধান। হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখবে না ততক্ষণ রোযা রাখবে না। অনুরূপ চাঁদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না (ঈদ পালন করবে না)। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গণনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। এই হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম তাঁদের স্ব-স্ব সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে 'বিধানকে কারণের সঙ্গে' সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এই কারণটি হলো, চন্দ্র দর্শন (দেখা)। মক্কা ও মদীনা শরীফে চাঁদ দেখা যেতে পারে। একই সময় অন্য শহরে না-ও দেখা যেতে পারে। এসময় হয়তো অন্যদের এলাকায় দিবালোক। সুতরাং এসব লোকদেরকে কিভাবে রোযা বা ইফতার পালনের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে?

প্রত্যেক মাজহাবের আলীমদের মত হলো, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অধিকাংশের নিকটই গ্রহণযোগ্য। হযরত ইবনে আবদুল বার রহ. এ ব্যাপারে ইজমায়ী মত পেশ করেছেন যে, দূরবর্তী

শহরে চাঁদের দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন খুরাসান ও উন্দুলুস (স্পেন)। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের নিজস্ব বিধান ধর্তব্য। চার মাজহাবের অধিকাংশ গ্রন্থেই চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলে লিখিত আছে। কারণ এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দালায়িল দ্বারা তা প্রমাণিত। ফিকার কিতাবাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্তরের সংশয়-সন্দেহ থেকে যে কোন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করতে পারে।

যুক্তিভিত্তিক দলিল

চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা যে ধর্তব্য এ ব্যাপারে কোন আলিমের মধ্যে দ্বিমত নেই। বিষয়টি তো চাক্ষুষ। বিবেকের অনুকূলে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শরীয়ত ও যুক্তির মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ শরীয়তের আরো অনেক বিধান আছে যা শরীয়ত ও যুক্তির অনুকূলে। যেমন নামাযের ওয়াক্তসমূহ। সুতরাং আমাদের গবেষণা দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তব বিষয়। এর আলোকে **এই ইসলামী ফিকহ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো:**

গোটা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের আহ্বান নিস্প্রয়োজন। কারণ, একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনে উম্মতের ঐক্য নিহিত নয়- যেভাবে একদল লোক একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইসলামী রাষ্টগুলোতে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ফাতওয়া ও বিচার বিভাগের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। আর এটাই হলো মুসলিম উম্মার জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর পন্থা। উম্মতের ঐক্য মূলত জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত পালনের মধ্যে নিহিত।

আল্লাহ তা'আলাই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিক হোক।"

উক্ত ফাতওয়ায় যারা দস্তখত করেছেন তারা হলেন:

১. শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায, ২. শায়খ মুহাম্মদ আলী আল-হারকান, ৩. শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন-হুমায়িদ, ৪. শায়খ মুস্তফা আহমদ জারক্বা, ৫. শায়খ মুহাম্মদ মাহমূদ আস-সাওওয়াফ, ৬. শায়খ সালেহ বিন উসাইমিন, ৭. শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাবিল, ৮. শায়খ মাবরুক আল-আওয়াদী, ৯. শায়খ মুহাম্মদ আশ-শাযিলী নাবগী, ১০. শায়খ আবদুল কুদ্দুস আল-হাশিমী, ১১. শায়খ মুহাম্মদ রাশীদ কুবায়ী, ১২. শায়খ আবুল হাসান আলী হাসানী আন-নাদাওয়ী, ১৩. শায়খ আবু বকর মাহমূদ জুমী, ১৪. শায়খ হুসাইন মুহাম্মদ মাযউফ, ১৫. শায়খ ড. মুহাম্মদ রাশিদী, ১৬. শায়খ মাহমূদ শায়েত খাত্তাব, ও ১৭. শায়খ মুহাম্মদ সালিম আ'দুদ।

সূত্র: www.hilalsighting.org।

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

সহকারী সচিব, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوٰة والسلام علىٰ من لا نبي بعده أما بعد –

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". رواه البيهقي

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين". رواه الدارمي

অবতারণা

আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তথা কুল কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন এক অপরূপ সুন্দর সুশৃঙ্খলবদ্ধ করে, যা লঙ্ঘন করে চলার ক্ষমতা নেই কারো। এ বিশাল পৃথিবীর তরে কোথাও দিন, কোথাও রাত, কোথাও নবচন্দ্র, কোথাও অন্ধকার- এসব সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অদ্যাবধি চলে আসছে, যাতে নেই কোন অনিয়ম ও নেই ব্যতিক্রম। এসব বাস্তবতা অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা তেমন নির্বোধ ও অহমিকতা।

বক্ষ্যমান নিবন্ধ রচনার লক্ষ্য হলো ইদানিং সালাফীগণের পক্ষ থেকে “অভিন্ন চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপনের দলীল” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যার দাবী হলো, পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন ধর্তব্য নেই। এতে রোযা, ঈদ, জুমু’আ, শবে কদর, শবে বরাত, আশুরা ইত্যাদি সারাবিশ্বে একসাথে এই দিবসগুলো পালন করতে হবে। এরই স্বপক্ষে কুরআনের কতিপয় আয়াত, দু’একটি হাদীস এবং ফিকহের অনেক গ্রন্থাদির এবারত পেশ করা হয়েছে। এগুলো কতটুকু সঠিক ও অঠিক এরই নিমিত্তে বিশদ আলোচনা করছি। বলা বাহুল্য তাদের দাবী হচ্ছে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন ধর্তব্য নেই। এর উপর দলিল পেশ করেছেন কুরআনের আয়াত- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -অর্থাৎ “হে নবী! লোকেরা

আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলে দিন এটি মানুষের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য আর বিশেষ করে হজ্জের জন্য।" [বাক্বারাহ: ১৮৯] এর সাথে আরেকটি আয়াত দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছে:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

অর্থাৎ "চাঁদের জন্য পরিক্রমণ পথনির্ধারণ করে দিয়েছি।" [ইয়া-সীন: ৩৯] উভয় আয়াত তাদের দাবীর উপর কিভাবে দলিল হলো? বরং তা দলিলের বিপরীত মর্ম প্রকাশ করছে। কারণ চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণ রয়েছে। যেটা সময়সীমার গণনায় ধর্তব্য। এভাবে চন্দ্রের 'মানাযিল' (কক্ষপথ) একটা নয় বরং ২৮টি যদ্বারা চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

তাদের দাবীর উপর আরেকটি আয়াত পেশ করা হয়েছে:

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ

অর্থাৎ "আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন তফাৎ দেখতে পাবে না।" [মুলক: ৩] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে চাঁদের উদয়স্থল এক ও অভিন্ন- নতুবা আল্লাহর সৃষ্টিতে তফাৎ হয়ে যায়। বস্তুতঃ আয়াতের মর্ম ও তাফসীর তাই নয়। বরং অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সু-নিপুন সৃষ্টিতে কোথাও কোন খুঁত বা ত্রুটি দেখতে পাবে না। কারণ আয়াতের পরের অংশ -

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

অর্থাৎ "অতএব তাকিয়ে দেখো (চক্ষু ফেরাও), তুমি কোথাও কি কোন ফাটল দেখতে পাও?" এখানে চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতা কিভাবে নেওয়া হলো? আশ্চর্যের ব্যাপার! তদ্রূপ আরেকটি আয়াতে নিজ দাবীর উপর দলিল হিসাবে আনা হয়েছে-

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

অর্থাৎ "তুমি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।" [বনী ইসরাঈল: ৭৭] এর দ্বারা চাঁদের অভিন্নতা বুঝানো হয়েছে কারণ, একসাথে সারা পৃথিবীতে চন্দ্র উদয় না হলে আল্লাহর নিয়মে ব্যতিক্রম হয়ে যাবে। বস্তুতঃ আয়াতের তাফসীর হলো আল্লাহ পাক কাফিরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের প্রতিদানের বেলায় যার যেটা পাওনা আছে তা দিয়ে দেবেন, সেই রীতিনীতিতে কোন ব্যতিক্রম হবে না। আরেকটি আয়াত: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً -অর্থাৎ "তোমাদের এই জাতি একই জাতি হিসাবে গণ্য।" [আম্বিয়া: ৯২] উক্ত আয়াতে একই জাতি উম্মতে মুহাম্মদীকে ধরে নিয়ে চাঁদের উদয়স্থল

এক ও অভিন্ন হওয়ার প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুতঃ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে:

والمعني ان ملة الاسلام ملتكم لا إختلاف فيه من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا تغيير فيه ولا تبديل في الاصول وإنما التغائر في الفروع

অর্থাৎ "মর্ম হলো ইসলাম ধর্ম তোমাদের ধর্ম যার মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মৌলিক বিষয়াদিতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। অবশ্য জুযিয়াত বা আনুসঙ্গিক বিষয়াদিতে পরিবর্তন রয়েছে।" (হাশিয়া তাফসীরে জালালাইন শরীফ)

এখানে আয়াতের তাফসীর কোথায় এবং এক উম্মতের দাবী তুলে চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতা কোথায়, তা কিভাবে দেখানো হলো বুঝে আসে না।

আরেকটি আয়াত, إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا -অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" [আরাফ: ১৫৮] আরেকটি আয়াত, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা বানাবো।" [বাক্বারাহ: ৩০] এ দু'টি আয়াত উল্লেখ করে যুক্তি দেখানো হয়েছে, এক রাসূল, এক কা'বা, এক কিতাব, এক চন্দ্র, এক সূর্য- অতএব, চন্দ্রমাসের শুরুও এক হবে। ভিন্নতার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ সারাবিশ্বে একই দিনে চন্দ্র উদয় হবে- ভিন্নতার কোন যুক্তি নেই। এটা এমন অবাস্তব কথা, যা সাধরণ বিবেকমান ব্যক্তিও অবগত আছেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত সারাবিশ্বে এক সাথে চন্দ্র-সূর্য উদয় হয় নি। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে যখন চন্দ্র উদয় হয় এর ৩ ঘণ্টা আগে ভারত উপমহাদেশে, ৬ ঘণ্টা পরে ইউরোপে, ১২ ঘণ্টা পরে আমেরিকাতে উদয় হয়।

এভাবে তাদের আরও দাবী হলো, আল্লাহ যখন গোটা পৃথিবী একজন খলীফার অধীনে করে দিয়েছেন, তাই এটা একটিমাত্র রাষ্ট্র। অতএব, একই রাষ্ট্রে তারিখও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার যুক্তি নেই। কেমন অহমিকা ও হঠকারিতার ধৃষ্টতা প্রকাশ! এভাবে বর্ণিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে মানুষের চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন অপব্যাখ্যার নামই হচ্ছে 'তাফসীর বিররায়'। এ সম্পর্কে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

" من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " . رواه الترمذي وأبو داود

-অর্থাৎ "যে কুরআনের মনগড়া অপব্যাখ্যা করলো, সে সঠিক হলেও ভুল করলো।" [মিশকাত] নবীজী আরও বলেন,

" من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " . وفي رواية : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কুরআনের মনোক্তি ব্যাখ্যা করবে, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" আরেক বর্ণনায় আসেছে, "যে ব্যক্তি জ্ঞানহীনভাবে কুরআনের মনোক্তি ব্যাখ্যা করলো, সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" [মিশকাত]

সুপ্রিয় পাঠকমহলে আমার অনুরোধ, উল্লিখিত কুরআনের ক'টি আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা তাফসীরের কিতাবাদিতে দেখে নিন। কোথাও এগুলোর তাফসীর চাঁদের উদয়স্থলের অভিন্নতার উপর খুঁজে পাবেন না। কেবল 'তুতির বলে পুঁথি পড়া'র ন্যায় ভুল ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে। এভাবে কুরআনে পাকের আয়াত:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে যে রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে সে যেনো রোযা রাখে।" [বাক্বারাহ: ১৮৫] হাদীসে এসেছে, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ অর্থাৎ "চাঁদ দেখেই রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়।" [বুখারী] উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলেই এই দেখা সমগ্র পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট। এতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, নিজ নিজ দেশের সীমানার ভিতর থেকে চাঁদ দেখা আবশ্যক হলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের উপর রোযা ফরয হবে না। কারণ তারা নতুন চাঁদ দেখতে পারে না। যেমন উত্তর গোলার্ধ।

এটা আসলে কোন যুক্তি নয় বরং আল্লাহর সৃষ্ট জগতের নিযাম শৃঙ্খলার উপর আপত্তি মাত্র। এখানে আল্লাহ পাকের বাণী হচ্ছে, সর্বব্যাপী চাঁদ দেখে রোযা রাখা ও ঈদ করার ব্যাপারে ইখতিলাফ হলে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অবলম্বনে রোযা ও ঈদ পালন করা হবে। যে মতটি রাইসুল মুফাসসিরীন হিবরুল উম্মাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সালফে সালিহীনগণ (রাহ.) পেশ করেছেন।

যদিও কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন এবং ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু তা 'মাতরুকুল আমল' [আমলীগত পরিত্যাজ্য] ও 'খিলাফে শরা' হিসাবে পরিগণিত। এ মর্মে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ একটি উক্তি হলো: চাঁদের উদয়স্থলের কোন ধর্তব্য নেই। অর্থাৎ চাঁদ উদয়ে ভিন্নতার উপর শরয়ী বিধান রোযা ও ঈদ পালনে কোন বেশকম হবে না। বিশ্বের যে কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে, আর এ সংবাদ সারা বিশ্বে শরয়ী মুতাবিক প্রচারণা হলে, সারা বিশ্বের উপর রোযা ও ঈদ পালন করা জরুরী হয়ে যাবে। আমাদের ইমাম সাহেবের মতো মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাজহাবের কোন কোন ব্যক্তিবর্গ এমন উক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু এটা ফাতওয়া ও ইজমার বিপরীত। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে উক্ত মাসআলায় তিনটি উক্তি রয়েছে। ১. 'ইখতিলাফে মাতালে' চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন ধর্তব্য নেই। ২. ধর্তব্য। ৩. প্রয়োজনবোধে ধর্তব্য। দ্বিতীয় উক্তির উপর তাঁর মাযহাব বিস্ত ারলাভ করেছে। কিন্তু হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবাদিতে ইমাম সাহেবের প্রথম উক্তিই পেশ করা হয়েছে এবং এর উপর কেউ কেউ দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল হুমাম ও আল্লামা শরম্বুলালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। কিন্তু ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় উক্তির উপর গোটা মাজাহাবের আমল বিস্তৃত রয়েছে। এর উপর হানাফী মাজহাবের পরবর্তী ইমামগণের ফাতওয়া ও জোরালো বক্তব্য রয়েছে।

'অভিন্ন চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপনের দলীল' নামক পুস্তিকায় আমাদের ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রথম উক্তি গ্রহণ করে বিভিন্ন কিতাবের বরাত দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন। এতে নিজের দলিল স্বপক্ষে কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতার আলোকে এ কিতাবসমূহের উক্তি তাদের মতের বিপরীত। কেবল দলিলের ভাণ্ডার দেখানোর উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে যেমন: দারসে তিরমিযী, তাকরীরে তিরমিযী, ফাতহুল বারী ইত্যাদি।

এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত বর্ণনার গুঞ্জায়েশ রাখে না বিধায় পাঠকমহলকে উদ্ধৃত কিতাবাদি দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইলো।

এখন কথা হলো 'ইখতিলাফে মাতালে' চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অস্বীকারমূলক 'অভিন্ন চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপনের দলীল' নামীয় পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করা হয়েছে- এতে কুরআনে পাকের কতিপয় আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ও অনেক কিতাবাদির উদ্ধৃতি নিজের মতের পক্ষে দলীল হিসাবে দেখানো হয়েছে। নিম্নে এর খণ্ডন স্বরূপ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসভিত্তিক দলীলসমূহ প্রদত্ত করা যাচ্ছে। যেহেতু শরীয়তের দলিল হলো এ চারটি। পাঠকমহলে এগুলোর উপর বিচার ও বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

দালাইলে কুরআনী

১. সূরা ইয়াসীনের আয়াত:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

-অর্থাৎ "সূর্য তার জন্য নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মাঝে আবর্তন করে। এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ ত'আলারই সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা)। আর চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি, অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়।" [ইয়া-সীন: ৩৮-৩৯]

২. সূরা ইউনুসের ৫ নং আয়াত:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

-অর্থাৎ "তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে। আর নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মানযিলসমূহ যাতেকরে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।"

উভয় আয়াতে চন্দ্র ও সূর্যের 'মানাযিল' এর কথা বলা হয়েছে। মানাযিলের অর্থ নাযিল হওয়ার স্থানসমূহ। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই একেক মনযিল বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে এজন্য তার মনযিল হলো ২৯টি অথবা ৩০টি। আর প্রতি মাসে একটি লুক্কায়িত থাকে। এজন্য সাধারণত তার মনযিল ২৮টি বলা হয়। সূর্যের মনযিল বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনযিল হলো ৩৬০ অথবা ৩৬৫টি। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, সূরা ইউনূস)

চাঁদ-সূর্য তাদের এসব মনযিল দিয়ে প্রতিদিন উদয় ও অস্ত যাওয়াতে রাত-দিনের ব্যতিক্রম ধরে কখনো রাত লম্বা হয়, আবার কখনো দিন লম্বা হয় এবং পৃথিবীর গণ্ডিসীমানার কোথাও দিন কোথাও রাত কোথাও নবচন্দ্র কোথাও অর্ধচন্দ্র কোথাও পূর্ণিমা ইত্যাদি ব্যতিক্রম ধরে যেটা আল্লাহর সৃষ্টিলীলার এক অপরূপ সৌন্দর্য। আর এটাকেই বলা হয় 'ইখতিলাফে মাতালে' - চাঁদ-সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতা। অতএব পরিষ্কার কুরআনী 'নস' বা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, চন্দ্র-সূর্যের উদয়স্থলের

ভিন্নতা রয়েছে। তা অস্বীকার করার অর্থ কুরআনকেই অস্বীকার করা। এ মর্মে সকল আলিম, উলামা, জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ দার্শনিকদের ঐক্যমত হলো, সূর্য-চন্দ্রের উদয়স্থলে ভিন্নতা রয়েছে। অতএব ইলমে হাইয়্যাত বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, পূর্ব ও পশ্চিমের এক হাজার মাইলের ব্যবধানে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়াতে এক ঘণ্টার বেশকম হয়ে থাকে। তদ্রূপ পাঁচশত মাইলের ব্যবধানে অর্ধ ঘণ্টা এবং আড়াইশত মাইলের ব্যবধানে পনেরো মিনিটের বেশকম হয়ে থাকে। এজন্য চার ইমাম ও তাঁদের সকল অনুসারীদের মত হলো, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও মাসআলাসমূহে চন্দ্র-সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। তাই পাঁচ ওয়াক্তের নামায, রমযান মাসের রোযা, ইফতার করা ও সেহরী খাওয়া, কুরবানী করা, মহিলাদের ইদ্দত পালন ইত্যাদিতে চন্দ্র ও সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতা হিসাব করে আদায় করতে হবে। এরই ভিত্তিতে চাঁদ দেখা ও ঈদ করার ব্যাপারে আইম্মায়ে সালাসাহ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহামতুল্লাহি আলাইহিমের মতে চাঁদ দেখা ও ঈদ করার মধ্যে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। এতে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহর যেখানে চাঁদ দেখা যায় নি, তাদের উপর এই দেখা যথেষ্ট হবে না এবং রোযা রাখাও জরুরী হবে না। আইম্মায়ে সালাসাহ'র সাথে পরবর্তী হানাফী ইমাম ও ফুকাহায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। যেমন, আল্লামা আবু বকর ইবনে মাসউদ কাছানী, আল্লামা যায়লয়ী', ইমাম কুদুরী, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, মুফতিয়ে আজম আল্লামা শফী, মুফতি মাহমূদ এবং আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহামতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মহামনীষীগণ।

দালাইলে হাদীসে নববী

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এ বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে ধর্তব্য। চাঁদ দেখেই রোযা রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। ইমাম মুসলিম রাহামতুল্লাহি আলাইহি এ মর্মে একটি অধ্যায় রচনা করেন:

بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

অর্থাৎ "এই অধ্যায় প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য চাঁদ দেখা সম্পর্কে। যখন কোন শহরে চাঁদ দেখা গেল তখন এই হুকুম দূরবর্তী শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না।" এর অন্তরগত আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বর্ণনা করেন,

قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"উম্মুল ফযল বিনতে হারিস তাঁকে শামদেশে মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি শামদেশে পৌঁছে তাঁর (প্রেরণকারীর) প্রয়োজন পূর্ণ করি। এমতাবস্থায় রমযানের চাঁদ আমার উপর উদয় হলো। তখনও আমি শামে, অতএব জুমু'আর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম, এরপর মাসের শেষ দিকে আমি মদীনা শরীফ এসে পৌঁছি। আমাকে ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু

জিজ্ঞেস করেন, চাঁদ দেখা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, 'তোমরা কখন চাঁদ দেখেছো?' আমি জবাব দিলাম (আবু কুরাইব বলেন), 'আমরা জুম'আর রাতে চাঁদ দেখেছি'। তিনি আবার বললেন, 'তুমিও কি চাঁদ দেখেছ?' বললাম, 'হ্যাঁ, লোকজনও দেখেছেন, এবং তারা রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়াও রোযা রেখেছেন'। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, 'আমরা (মদীনায়) চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অতএব আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করা বা চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবো।' আমি বললাম, 'আপনি মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না?'। তিনি বললেন, 'না, এভাবেই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন'। (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَنَّ الرُّؤْيَة لَا تَعُمّ النَّاس ، بَلْ تَخْتَصّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَة لَا تُقْصَر فِيهَا الصَّلَاة ، وَقِيلَ : إِنْ اِتَّفَقَ الْمَطْلَع لَزِمَهُمْ ، وَقِيلَ : إِنْ اِتَّفَقَ الْإِقْلِيم وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : تَعُمّ الرُّؤْيَة فِي مَوْضِع جَمِيع أَهْل الْأَرْض ، فَعَلَى هَذَا نَقُول : إِنَّمَا لَمْ يَعْمَل اِبْن عَبَّاس بِخَبَرِ كُرَيْب ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَة فَلَا تَثْبُت بِوَاحِدٍ ، لَكِنَّ ظَاهِر حَدِيثه أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِهَذَا ، وَإِنَّمَا رَدَّهُ لِأَنَّ الرُّؤْيَة لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي حَقّ الْبَعِيد .

অর্থাৎ "আর বিশুদ্ধ কথা হলো, আমাদের অতীত মহামনীষীগণের নিকট যে চাঁদ দেখা ব্যাপকভাবে মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং ঐ সীমানার মানুষের জন্য খাস, যে সীমানা অতিক্রমে নামাযের ক্বসর হয় না। আবার কেউ বলেছেন, যদি ঐ সীমানার অন্ত র্গত চাঁদের উদয়স্থল এক হয়ে যায় তাহলে এই দর্শন যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন, দেশ এক হলে চাঁদ দর্শন যথেষ্ট, ভিন্ন হলে যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও কিছুসংখ্যক মহামনীষী বলেছেন, একই চাঁদ দর্শন সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে যথেষ্ট। তাদের এই উক্তির উপর আমরা বলবো যে, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সংবাদ গ্রহণ করেন নি একক হওয়ার দরুন। অন্যথায় এটা নির্ভরযোগ্য একটি সাক্ষ্য ছিলো। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তা নয় যে, উপরোক্ত কারণে গ্রহণ করেন নি, বরং কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কথা প্রত্যাখ্যান করেন, দূরত্বের

কারণে রোযা রাখার হুকুম সাবিত হবে না।” তাও শেষ নয়, বরং হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন,

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-অর্থাৎ “এভাবেই আমাদেরকে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।” অর্থাৎ যেখানে যখনই চাঁদ উদয় হবে তাদের জন্য রোযা রাখা ও ঈদ করার হুকুম বর্তাবে, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অনুসারে।

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মর্মে অধ্যায় রচনা করেন:

بَاب مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

-অর্থাৎ “প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য চাঁদ দেখা প্রয়োজন”। উক্ত অধ্যায়ের অন্তর্গত হযরত কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস বর্ণনা করেন যার শেষাংশ হলো,

أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ “আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন চাঁদ দেখার সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দিলেন, তিনি বললেন, আমরা তো শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি। এই দেখার উপর ৩০টি রোযা পূর্ণ করব অথবা ঈদের চাঁদ দেখবো। এতে আবু কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না, এভাবেই আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।”

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জগৎখ্যাত তাফসীর আল-জামি’ লি আহকামিল কুরআন’ এর ১ম খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

قول ابن عباس "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره

-অর্থাৎ, "ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উক্তি - هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এটা প্রকাশ্য কথা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশও এর সাথে রয়েছে। অতএব, দলীল হলো এ কথার উপর যে, শহরগুলো যখন দূরবর্তী হবে, যেমন সিরিয়া (শাম) ও হিযাজের দূরত্বের ন্যায়, তখন ওয়াজিব হলো, প্রত্যেক দূরবর্তী শহরবাসীর জন্য চাঁদ দেখেই আমল করা। অন্য শহরবাসীর চাঁদ দেখাকে বর্জন করা।"

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরের প্রথম খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায় আরো লিখেন,

واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وإليه أشار البخاري حيث بوب: لأهل كل بلد رؤيتهم

-অর্থাৎ - "নতুন চাঁদ দেখার কোন সংবাদদাতা সংবাদ দিলে এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ সংবাদের দু'টি অবস্থা রয়েছে: হয়তো নিকটবর্তী কোন শহর থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা দূরবর্তী শহর থেকে। যদি নিকটবর্তী শহর থেকে সংবাদ আসে তাহলে রোযা ও ঈদ করার একই হুকুম তাদের উপর আরোপিত হবে। আর যদি দূরবর্তী শহর থেকে সংবাদ আসে, তাহলে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য পৃথকভাবে চাঁদ দেখার হুকুম বর্তাবে- যেটা বর্ণনা করা হয়েছে ইকরিমা থেকে এবং কাসিম ও সালেহ থেকে। এভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। এর সাথে ইমাম ইসহাকেরও মতামত রয়েছে। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথার দিকে ইশারা করেই বাব ক্বায়েম করেছেন যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য।"

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুয়াত্তায় বাব কায়েম করেছেন:

بَاب مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

-অর্থাৎ - "এই অধ্যায় রোযা রাখা ও রোযা ছাড়ার জন্য চাঁদ দেখা সম্পর্কে।" এর অন্তর্গত হাদীস ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মাস ২৯ দিনে হয়, অতএব তোমরা চাঁদ দেখার পূর্বে রোযা রেখো না।" তাছাড়া মুসলিম শরীফের একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে:

الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ

-অর্থাৎ "মাস ৩০ দিনে হয়। আর তিনবার দুই হাতের তালু মিলালেন।" তাছাড়া বুখারী শরীফের হাদীস,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

অর্থাৎ "চাঁদ দেখে তোমরা রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়ো, যদি তোমাদের উপর মেঘের আবরণ থাকে, তবে মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।" ইত্যাদি হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, মাস ২৯ দিনের কম হয় না এবং ৩০ দিনের বেশী হয় না। অতএব চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অমান্য হলে কোথাও মাস ২৮ দিনে হবে, আবার কোথাও ৩১ দিনে হবে- যা প্রকাশ্য হাদীসে নববীর পরিপন্থী। কারণ কুস্ত নতুনিয়া নামক শহরে আমাদের ২ দিন আগে চাঁদ দেখার সংবাদ আমরা গ্রহণ করলে আমাদের রোযা হবে ৩২টি এবং আমাদের সংবাদ তারা গ্রহণ করলে তাদের রোযা হবে ২৮টি- যা প্রকাশ্য হাদীসের পরিপন্থী।

ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর সুনানে আবু দাউদের মধ্যে বাব কায়েম করেন: بَاب إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ -অর্থাৎ "উক্ত অধ্যায়ের আলোচনা হলো, যখন কোন শহরে চাঁদ দেখা যায় অন্য শহরবাসীর এক রাত আগে।" অতঃপর উক্ত বাবের অন্তর্গত হাদীসে কুরাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা করে প্রমাণিত করেন যে, দূরবর্তী শহরের জন্য চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। সে অনুসারে রোযা রাখা ও ঈদ করা অপরিহার্য।

ইজমায়ে উম্মতের আলোকে দলীল

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يجتمع أمتي على الضلالة

-অর্থাৎ "আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না।" আরও বর্ণিত আছে,

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مَنْ شُذَّ شُذَّ فِيْ النَّار

অর্থাৎ "ঐক্যবদ্ধতার উপর আল্লাহর সাহায্য। যে ব্যক্তি উম্মতের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধতার বিপরীত চলবে সে একাকী জাহান্নামে যাবে।" অতএব শরীয়তের চার দলীলের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে ইজমা। আলোচিত মাসআলা, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে ধর্তব্য- এর উপর ইজমা রয়েছে। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মালিকের ৮৬ পৃষ্ঠার টীকায় উল্লেখ রয়েছে,

ظاهره اعتبار اختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره من المشائخ الحنفيه وقال الزيلعى هو اشبه قال ابن الهمام رحمه الله لا شك انه اولى لانه نص قال ابن عبد البر اجمعوا على انه لا تراع الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والاندلس

অর্থাৎ "হাদীসের বাহ্যিকতার দিকে লক্ষ্য করলে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা মেনে নিতে হবে। যেটা তাজরীদ গ্রন্থকার ও অন্যান্য হানাফী মাশাইখে কিরাম গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম যায়লয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটাই হলো অধিক সমীচীন কথা। আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, নিঃসন্দেহে এটা উত্তম কথা। কারণ তাহলো একটি 'নস' বা অকাট্য প্রমাণ। আল্লামা ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উলামায়ে কিরামের ইজমা হলো এ বিষয়ের উপর যে, দূরবর্তী শহরাঞ্চলের বেলায় চাঁদ দেখার কোন ধর্তব্য নেই। অর্থাৎ দূরাঞ্চলের প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য পৃথক চাঁদ দেখা- যেমন, ইরানের অন্তর্গত খোরাসান শহর এবং স্পেন বা উন্দুলুসের দূরত্ব।"

তদ্রূপ আবু দাউদ শরীফের ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩নং টীকায় রয়েছেঃ

إذا رؤى ببلدة لزم اهل البلاد كلها وهو المشهور عن المالكية لكن حكى ابن عبد البر الاجماع على خلافه

অর্থাৎ "যখন কোন এক শহরে চাঁদ দেখা যায় তখন সকল শহরবাসীর জন্য এই দেখা যথেষ্ট হবে, যেটা মালিকী মাজহাবে প্রসিদ্ধ কথা।" কিন্তু ইমাম আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বিপরীত ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত তাফসীর আলজামে' লি আহকামিল কুরআনের ১ম খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) হাদীসের অন্তর্গত লিখেন:

وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان

অর্থাৎ "প্রত্যেক গোত্রের নিজ শহরে অভ্যাসগতভাবে এই চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়। আর ইমাম আবু উমার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, ইজমা হলো, দূরবর্তী শহরাঞ্চলে চাঁদ দেখার কোন ধর্তব্য নেই। যেমন উন্দুলুস ও খোরাসান এর মধ্যবর্তী দূরত্ব।" সুতরাং কুরআন হাদীস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে ধর্তব্য। ঠিক ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা রয়েছে এবং শরীয়তে তা ধর্তব্য। তাছাড়া (تعامل أمة) উম্মাতের ধারাবাহিক আমলও এর উপর- তা-ও ইজমায়ে উম্মতের ন্যায় একটি দলীল।

ক্বিয়াসে শর’য়ী মুতাবিক দলীল

ক্বিয়াস বলতে সাধারণ যুক্তি নয়- শর’য়ী মুতাবিক ক্বিয়াস যেটা দলীল হিসাবে গণ্য। এর জন্য কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে। যেমন মুজতাহিদ ইমামগণ মাসআলাসমূহ ‘ইস্তিম্বাত’ (বের) করতে কুরআন-হাদীস সম্মুখে রেখেই করেছেন। নিম্নে এ ধরনের কতিপয় ক্বিয়াস প্রদত্ত করা হলো। যেমন:-

১. আল্লাহ পাক চন্দ্র ও সূর্যের আলোচনা কুরআনে পাকে প্রায়ই একত্রে করেছেন এবং উভয়ের মানাযিল গতিপথসমূহ বর্ণনা করেছেন। সূর্যের যেমন ভিন্নতা রয়েছে ঠিক চন্দ্রেরও উদয়স্থলের ভিন্নতা রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্তে নামাযের বেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভৌগোলিক সীমানা লক্ষ্য রেখে সময় নির্ধারণ করে নামাযের মত ফরয বিধান যেভাবে আদায় করা হয়, ঠিক চন্দ্রের বেলায়ও পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমানার সময় নিরূপণ করে তার উদয়স্থল লক্ষ্য করে রোযা ও ফরয বিধান পালন করতে হবে।

২. আল্লাহ পাকের নির্দেশ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) [বাক্বারাহ: ১৮৫] - এর মর্ম যদি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত একসাথে হয়ে থাকে, তাহলে যে যুগে মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদির ব্যাবস্থাপনা ছিলো না, তাদের পক্ষে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছানো অসম্ভব ছিল। যেটা কুরআনের ভাষায় ‘হরজ’ (অপারগতা) বলে গণ্য। যেমন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“আল্লাহ পাক ধর্মপালনের বেলায় তোমাদের উপর অপারগতা চাপিয়ে দেন নি।” (হাজ্জ: ৭৮)

অতএব নির্দ্বিধায় মানতে হবে, চাঁদ দেখার জন্য প্রতিটি দেশের বেলায় চাঁদের স্বীয় উদয়স্থল লক্ষ্য করে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘আরফুশ্‌শাযী’র মধ্যে লিখেন: وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمسة فيعتبر اختلاف المطالع

অর্থাৎ, “প্রতিদিন ইফতার করতে ও পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করতে যখন উদয়স্থলের ধর্তব্য মানতে হয়, তাহলে রোযা রাখা ও ঈদ করার বেলায়ও চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা মেনে নিতে হবে।”

৪. আল্লামা কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন:

وقست هذه المسألة على ما في كتب الشافعية : من صلى الظهر ثم بلغ في الفور بموضع لم يدخل فيه وقت الظهر إلى الآن أنه يصلي معهم أيضاً

অর্থাৎ: “এই মাসআলাটি কিয়াস করে নিতে হবে। যেমন শাফিঈ মাযহাবের গ্রন্থাদিতে রয়েছে, কোন ব্যক্তি যুহরের নামায পড়ে তড়িৎ গতিতে এমন স্থানে পৌঁছে গেল যেখানে এখনও যুহরের নামাযের সময় হয় নি। সেই ব্যক্তির জন্য যুহরের নামায ঐ স্থানের মানুষের সাথে পড়ে নিতে হবে।” কারণ স্থানের পরিবর্তনে সময়ের পরিবর্তন এসেছে এবং এরই সাথে হুকুমেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই যারা যেস্থানে যেভাবে অবস্থান করছেন, সে অনুপাতে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে।

৫. এ মর্মে রাদ্দুল মুহতারে একটি মাসআলা পেশ করা হয়েছে:

إن رجلا إذا كان على موضع عال تحته اناس فوجد الناس الشمس قد غرب واما الرجل الصاعد على موضع عال فيرى الشمس أنه لم تغرب يجوز الافطار لهم لا له

অর্থাৎ- “কোন ব্যক্তি যখন কোন একটি উঁচু স্থানে আরেহণ করে এবং নীচে লোকজন থাকে, এমতাবস্থায় নীচের মানুষেরা সূর্য ডুবে গেছে লক্ষ্য করলো এবং উঁচু স্থানে আরোহণকারী ব্যক্তি এমন স্থান থেকে লক্ষ্য করলো যে, সূর্য এখনও অস্ত যায় নি। এমতাবস্থায় লোকজনের জন্য ইফতার করা জায়েয এবং ঐ ব্যক্তির জন্য ইফতার করা জায়েয নয়।”

অতএব একই স্থানের উর্ধ্ব ও নিম্নতার ব্যবধানে যদি হুকুমের পরিবর্তন আসতে পারে, তাহলে দূরাঞ্চল তথা দেশ-উপমহাদেশের দূরত্বে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতায় রোযা রাখা ও ঈদ করার বেলায় অবশ্যই হুকুম পরিবর্তন হবে।

৬. لان كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في اوقات الصلوه باختالف مطالع الشمس ايضا مخاطبون في روية الهلال باختلاف مطالع القمر

অর্থাৎ "প্রত্যেক গোত্র তার অবস্থান হিসাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানপালনে আদিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতা অনুসারে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা। ঠিক এভাবেই আদিষ্ট হবে চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতার উপর রোযা রাখা ও ঈদ করা ইত্যাদি বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে।"

৭. সারাবিশ্বে একসাথে রোযা রাখা ও ঈদ ইত্যাদি দিবস পালন করা ঐ সময় সম্ভব যখন পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে। কারণ, যে গতিতে চন্দ্র-সূর্য উদয় হচ্ছে এভাবে না হয়ে সারাবিশ্বে একসাথে হতে হবে। আর তা কষ্মিনকালেও সম্ভব নয়। অতএব, যারা এই দাবী রাখে, তাদের এই দাবী মেনে নেওয়া অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্যের উপর যদি প্রশ্ন আসে যে, এটা ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতের বিপরীত এবং ফিকহে হানাফীরও বিপুল গ্রন্থাদিতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তাই বর্ণিত আলোচনা স্ববিরোধী নয় কি?

জবাব: এর দুই ধরনের জবাব দেওয়া রয়েছে: ১. তাসলীমী ও ২. ইনকারী। তাসলীমী জবাব হলো, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে উক্ত মাসআলায় একাধিক উক্তি রয়েছে। এ মর্মে হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাক্বরীরে তিরমিযীতে বলেন: نقل في مذهب إما منا ابي حنيفه ثلث روايات الاول عدم اعتبار روية اهل بلد على بلد اخر والثاني اعتبارها منظور والثالث الاعتبار في مقام الاحطياط

অর্থাৎ: "উক্ত মাসআলায় আমাদের ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাবে তিনটি উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যথা:

১. চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন ধর্তব্য নেই, ২. চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য এবং ৩. সতর্কমূলক স্থানে ধর্তব্য।" অতঃপর শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: اشهر الروايات هي الاوسط وعليه مجرى المذهب

অর্থাৎ "অধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো ২য় উক্তি যার উপর গোটা মাজহাবের আমল প্রচলিত।" এভাবে অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণ থেকেও কোন মাসআলায় একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাতে কোন যায় আসে না। পরবর্তী মুকাল্লিদ ইমামগণ যাচাই করে একটি গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ফাতওয়া দিয়েছেন।

ইনকারী জবাব হলো, আসলে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এরূপ উক্তি বর্ণিত নয়। বরং এটা হলো আল্লামা ইবনুল মাজিশুনের উক্তি যেটা আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে নিসবত করা হয়েছে এবং পরবর্তী হানাফী মাজহাবের কিতাবাদিতে তা রায়েজ (বিস্তার) হয়ে গেছে। এর উপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক মুক্বাল্লিদগণ সম্মতি প্রকাশ করে এর পক্ষে ওকালতি করেছেন। যেমন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে নিসবত করে নিকাহে মুতা' এর জায়িয বলা হয়েছে। আসলে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এমন কোন উক্তি নেই। এই তথ্যটি উদঘাটন করেন আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত بذل المجهود নামক গ্রন্থে।

কথিত সালাফীদের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন ১. উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল থেকে যে মাসআলার উপর আমল করে আসছেন, এর উপর গোটা উম্মতে নতুন মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার পিছনে আপনাদের রহস্য কি?

প্রশ্ন ২. বিগত সহস্রাধিক বছরের রোযা ও ঈদ করা যদি ভুল হয়ে থাকে (?), তাহলে পূর্বসুরীদের রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারার ব্যবস্থা আপনারা করবেন কি?

প্রশ্ন ৩. পৃথিবী সৃষ্টির লগ্ন থেকে চন্দ্র-সূর্যের গতিসীমার চলমান রাতদিনে আবর্তন যে নীতি-শৃঙ্খলার উপর চলে আসছে, এতে আপনাদের কি কোন আপত্তি রয়েছে? যদি না থাকে তাহলে আপনাদের চাঁদ পঞ্জিকা উদযাপনের দলীলের ২য় পৃষ্ঠায় কেন প্রশ্ন আনলেন যে, 'আপনাদের মতের বিপরীত হলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয হবে না! যেমন উত্তর গোলার্ধ, কারণ উত্তর গোলার্ধে কখনও নতুন চাঁদ দেখা যায় না।' কথা হলো, 'উত্তর গোলার্ধে নতুন চাঁদ উদয় হয়, না পুরাতন চাঁদ উদয় হয়, না মোটেই উদয় হয় না'- এ বিষয়ে আপনাদের কতটুকু জ্ঞান রয়েছে এবং এর সমাধানও উলামায়ে কিরাম কী দিয়েছেন, তা কি আপনাদের জানা আছে? এ বিষয়ে মা'রিফুল কুরআন, শামী, ইমদাদুল ফাতওয়া ইত্যাদি অধ্যয়ন করে দেখুন।

প্রশ্ন ৪. আপনাদের পরিচয় ও আপনাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি তা জানার নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ কোথাও আপনারা লা-মাজহাবী, কোথাও আহলে-হাদীস, কোথাও সালাফী এবং কোথাও তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া নামে নাম ধারণ করে থাকেন। আর মুসলিম উম্মায় নানা ধরনের ইখতিলাফী মাসাঈল ও সময় সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-অদ্ভুত নতুন মাসআলা আবিষ্কার করে ফিতনা সৃষ্টি করা এবং নিজেদেরকে ছাড়া সকল মুসলমানকে 'কাফির', 'গোমরা' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকেন। এরূপ অন্যায় শরীয়তবিরোধী কাজ কেন করছেন?

প্রশ্ন ৫. আপনারা কোনো মাজহাব মানেন না, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আমল করেন। কোন্ গায়রতে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রহণ করলেন এবং মাজহাবী কিতাবাদি দ্বারা দলীল প্রমাণের আশ্রয় নিলেন? এটা কেমন নির্লজ্জতার ধৃষ্টতা মাত্র।

প্রশ্ন ৬. তথাকথিত 'বিশ্বজুড়ে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে' কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষের চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টির পেছনে আপনাদের স্বার্থটা কী?

প্রশ্ন ৭. আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীনে ইসলামের অন্তরগত যে ঐক্য ও ইজতিমা' রয়েছে, যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে জামাআতে হাজির হওয়া, সপ্তাহে জুমু'আর দিনে একত্রিত হওয়া, বছরে দুই ঈদের সম্মিলন এবং বিশ্বব্যাপী হজ্জের মৌসুমে একত্রিত হওয়া- তা কি আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এর উপর এক ভ্রান্ত নতুন ঐক্যের শ্লোগান তুলছেন কেন?

বিঃদ্রঃ আলোচিত মাসআলার উপর বিস্তারিত জানতে হলে নীচের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।

১. ফাতহুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৬; ২. মা'রিফুস সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭; ৩. উমদাতুল ক্বারী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪; ৪. তাব'ঈনুল হাক্বায়িক্ব, কিতাবুস সাওম; ৫. আল-বাদায়ী ওয়াস-সানায়ী ফী তারতীবিশ-শারায়ী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩; ৬. রুইয়াতুল হিলাল, পৃঃ ৫৮; ৭. ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

উপসংহার

আলোচিত নিবন্ধের সার কথা হলো, **'ইখতিলাফে মাতালিয়ে শামস'**- সূর্যের উদয়স্থলের ভিন্নতার ন্যায় **'ইখতিলাফে মাতালিয়ে ক্বামার'** - চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা রয়েছে এবং এটা শরীয়তে ধর্তব্য। এগুলোর সাথে আহকামে খোদাওন্দি সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই নামায, রোযা, কুরবানী, ঈদ, ইফতার, হজ্জের দিনসমূহ এবং অন্যান্য বিধি-বিধান চন্দ্র-সূর্যের সময়সীমা লক্ষ্য রেখে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য আঞ্জাম দেওয়া অপরিহার্য। যেটা শরীয়তের চার দলীল যথা: ১. কিতাবুল্লাহ, ২. সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩. ইজমায়ে উম্মাত এবং ৪. কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি জ্ঞান দান করুন এবং নিত্যনতুন সকল গুমরাহী তথা ভ্রান্ত মতবাদ থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন। আমীন।

وصلى الله على النبي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

(মাওলানা) মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী
১২/০৪/২০১২ ঈসায়ী।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

উপদেষ্টামণ্ডলী ও সূরার সদস্যবৃন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী

খলিফায়ে কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহ.

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী দা.বা.

মাসিক মদীনা সম্পাদক

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা.

খলিফায়ে হযরত মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহ.

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুক্বাদ্দাস আলী দা.বা.

খলিফায়ে ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহ.

হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী, সাহেবজাদায়ে কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ.

সূরার সদস্যবৃন্দ

১. মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (সভাপতি) ২. সাহেবজাদায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী (সহ-সভাপতি) ৩. মুফতি মাওলানা নোমান সিদ্দীক (সহ-সভাপতি) ৪. ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারী (সদস্য সচিব) ৫. মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (সহকারী সদস্য সচিব) ৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা আরশাদ ৭. মুহাদ্দিস মুফতি মাওলানা জাকারিয়া ৮. মুহাদ্দিস মাওলানা শরীফ উদ্দীন বসন্তপুরী ৯. মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী ১০. মাওলানা শায়খ নাজমুদ্দীন কাসিমী, ১১. উস্তাযুল হাদীস শাহ ফরিদুদ্দীন জালালাবাদী ১২. মাওলানা শায়খ মুশতাক আহমদ খান ১৩. প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক ১৪. অধ্যাপক ডাক্তার আবদুল হক ১৫. মুফতি মাওলানা মনজুর রশীদ আমিনী ১৬. মাওলানা নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী ১৭. উস্তাযুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী ১৮. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ১৯. মাওলানা সালমান আহমদ ২০. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ২১. কবি আবদুল মুকিত মুখতার ২২. শায়খ ইমদাদুল আমীন চৌধুরী ২৩. হাফিজ ফুজাইল আহমদ চৌধুরী মিশকাত ২৪. হাফিজ সৈয়দ মানসুরুল হাসান ২৫. হাফিজ এনামুল হক ২৬. হাফিজ মাওলানা কামরুজ্জামান ২৭. শাহিদ হাতিমী।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

০১৭৩৭ ৯১৩৪৬৩ / ০১৭৩২ ৪৯৮ ২৮৮ / ০১৭১৭ ৯২৯ ৬৭৫